একটি সমান সুযোগ নীতি কৌশলের দিকে

এই কৌশল তৈরীর ব্যাপারে শলাপরামর্শ

ভূমিকা-উপমন্ত্রী, কমিউনিটি বিষয়

স্কটিশ একজিকিউটিব দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ যে 21 শতকে স্কটল্যাণ্ড আরো সম্পৃক্ত, নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন হবে। এর মানে হচেছ আমাদেরকে আমাদের সমাজের অসাম্যগুলোর এবং যেসমস্ত অন্তর্নিহিত মনোভাব সেগুলোকে বজায় রেখে থাকে, সেগুলোর মোকাবেলা করতে হবে। সেজন্যে একজিকিউটিব বিশ্বাস করে যে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছে সমান সুযোগের ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্ম।

স্কটিশ একজিকিউটিব সমস্ত নীতিমালা তৈরী এবং সেইসাথে পরিসেবা তৈরী ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রে সমান সুযোগ নীতিকে রাখার ব্যাপারে অংগীকারবদ্ধ। ঐ অংগীকার সুস্পষ্ট হয়েছে এক নতুন ইকোয়ালিটি ইউনিট অথবা সমান সুযোগ নীতির বিভাগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে, যা একজিকিউটিব-এর কাজের সবখানে সহায়তা দেবে এবং আরো বিস্তৃতভাবে সবার জন্যে সমান সুযোগের নীতিকে সমর্থন দেবে।

এই ইউনিট স্থাপন করার পর, একজিকিউটিবের এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একটি সমান সুযোগ নীতির কৌশল তৈরী করা যাতে ঐ অংগীকারকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। ঐ কৌশল কার্যকরী হতে গেলে তাতে স্কটিশ সমাজের সব অংশের চাহিদার প্রতিফলন থাকতে হবে, এবং যারা তাতে সবচেয়ে প্রভাবগ্রস্থ হবেন, তাদেরকেই সেটার রূপ দিতে হবে।

এই লক্ষ্যে একজিকিউটিব এই শলাপরামর্শের আয়োজন করেছে। আমরা আপনাদের অনুরোধ করবো যাতে আপনারা এতে পুরোপুরিভাবে অংশ নেন এবং আপনাদের সাড়া বা মন্তব্য পাওয়ার জন্যে আমরা আশা করে থাকবো।

জ্যাকি বেইলি, এমএসপি (স্কটল্যাণ্ডের সংসদ সদস্য)
(JACKIE BAILLIE, MSP)

প্রথম অধ্যায়: **ভূমিকা**

স্কটল্যাণ্ডে একটা ন্যায্য ও সর্বজনীন সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে স্কটিশ একজিকিউটিবের অংগীকারের মৌলিক দিক হচেছ আরো বৃহত্তর সমান সুযোগ নীতির উন্নয়ন। কাজেই একজিকিউটিব এটা নিশ্চিত করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ যে আমাদের সমস্ত কাজকর্মের মূলে সমান সুযোগকে বিবেচনায় রাখা হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে নতুন স্কটল্যাণ্ডের জন্যে সমান সুযোগের ব্যাপারে বিবেচনা এবং মানসম্পন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচী দেয়ার মধ্যে একটা স্থায়ী ও নিশ্চিত যোগসূত্র গড়ে তোলা।

2রা ডিসেম্বর 1999 তারিখে পার্লামেণ্টে প্রথমবারের মতো সমান সুযোগের ব্যাপারে বিতর্ক হয় এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে মৈতক্য হয়ঃ

> *"যে, পার্লামেণ্ট স্কটিশ একজিকিউটিবের ঐ অংগীকারকে স্বাগত জানায় যা বলা আছে "মেকিং ইট ওয়ার্ক টুগেদার: এ প্রোগ্রাম ফর গভর্নমেণ্ট" (Making it Together: A Programme for Government) অর্থাৎ "একত্রে মিলে এটিকে কার্যকরী করা: সরকারের জন্যে একটি কর্মসূচী" এই শিরোনামের বিষয়বস্তুতে, যারমধ্যে সবার জন্যে সমান সুযোগ নীতির প্রতি সমর্থন দেয়া এবং তা করতে গিয়ে এক সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক ও সবার অংশগ্রহনের মনোভাবের মধ্য দিয়ে একটি সমান সুযোগ নীতির কৌশল তৈরী করা, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে নীতিমালা ও পরিসেবা তৈরী ও দেয়ার বেলায় সমান সুযোগের ব্যাপারটা বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে থাকে।"*

এই বিষয়টিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এটা গুরুত্বপূর্ন যে এই সমান সুযোগ নীতির কৌশল তৈরীর জন্যে সংলাপ ও শলাপরামর্শ করতে হবে।

ইকোয়ালিটি স্ট্র্যাটেজি বা সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীর প্রথম পর্যায়ে, স্কটিশ একজিকিউটিব এটা নিশ্চিত করতে আগ্রহী যে যতো বেশী সম্ভব লোক ও সংগঠন যেনো তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা কিম্বা বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র ও পারদর্শীতা থেকে অবদান রাখেন। এই লিখিত শলাপরামর্শ ছাড়াও, স্কটিশ একজিকিউটিব-এর ইকোয়ালিটি ইউনিট স্কটল্যাণ্ডের আরো কতগুলো সংগঠনের সংগে কথাবার্তা বলবে, যাদের সমান সুযোগ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ রয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে ইকোয়াল অপরচুনিটিজ কমিশন এবং কমিশন ফর রেশিয়াল ইকোয়ালিটি (সংবিধিবদ্ধ সমান সুযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো), কনভেনশন অব স্কটিশ লোকাল অথরিটিজ (CoSLA)-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষগুলো, ডিজেবিলিটি ফোরাম, ইকোয়ালিটি নেটওয়ার্ক, ট্রেড ইউনিয়নগুলো, স্বেচছাসেবী সংগঠন ও অন্যান্য।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু বিষয় সম্পর্কে বলা আছে, যেগুলো সম্বন্ধে মতামতকে স্কটিশ একজিকিউটিব বিশেষভাবে স্বাগত জানাবে। আপনার জবাবগুলো এবং পাশাপাশি আলোচনার কর্মসূচী এই কৌশলের জন্যে প্রধান বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে সহায়তা দেবে। সমান সুযোগ নীতির কৌশল যখন এগিয়ে যাবে তখন বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের পক্ষে অতিরিক্ত বিষয়গুলোতে তাদের অবদান রাখার আরো সুযোগ আসবে, যেবিষয়গুলোকে বৃহত্তরভাবে সবার জন্যে সমান সুযোগ নীতি বাস্তবায়নের অব্যাহত কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন ও সমান সুযোগ**

1লা জুলাই 1999 তারিখে স্কটিশ পার্লামেন্ট ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের বন্দোবস্তের অধীনে পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সমান সুযোগ নীতির সমর্থন দেয়ার জন্যে কতগুলো গুরুত্বপুর্ন বিস্তৃত ক্ষেত্রে আইন তৈরীর ক্ষমতা। ওয়েস্টমিন্সটারে যুক্তরাজ্য পার্লামেন্ট ঐ সমস্ত বিষয়ের দেখাশোনা করা অব্যাহত রেখেছে যেগুলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক পর্যায়ে সবচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব।

বিকেন্দ্রীকৃত বিষয়গুলো	**সংরক্ষিত বিষয়গুলো**
স্বাস্থ্য	যুক্তরাজ্যের সংবিধান
শিক্ষা	যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি
প্রশিক্ষন	যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা
স্থানীয় সরকার	যুক্তরাজ্যের আর্থিক, অর্থনৈতিক ও মুদ্রাব্যবস্থা
পরিবহনের অনেকগুলো দিক	যুক্তরাজ্যের পণ্য ও পরিসেবাগুলোর অভিন্ন বাজার
সমাজ সেবা	চাকুরী আইন
গৃহসংস্থান	সামাজিক নিরাপত্তা
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	
আইন ব্যবস্থা এবং আইন ও শৃংখলা	
পরিবেশ	
কৃষি, মৎস ও বন	
ক্রীড়া	
শিল্পকলা	

সমান সুযোগের বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা

আপনাদের যাদের সংগে শলাপরামর্শ হচেছ তাদের অনেকেই হয়তো জানেন যে স্কটল্যাণ্ড এক্ট 1998 এই আইনের আওতায় একটা ব্যতিক্রমের শর্তসাপেক্ষে সমান সুযোগের নীতিতে উৎসাহ দেয়ার জন্যে ওয়েষ্টমিন্সটারের জন্যে সংরক্ষিত বিষয় হিসাবে সমান সুযোগও রাখা হয়েছে। এতে এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে সারা গ্রেট বৃটেনে সমান সুযোগের বেলায় যাতে একটা দৃঢ় একক কাঠামো বা ব্যবস্থা কাজ করে এবং একটা দৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ মত প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যেই স্কটিশ পার্লামেন্ট সমান সুযোগের বিষয়গুলো নিয়ে উৎসাহ ও পরিশ্রমের সাথে বিতর্ক ও তদন্ত করার ক্ষমতা দেখিয়েছে এটা নিশ্চিত করার স্বার্থে যাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন যেসব অঞ্চলে হয়েছে সেখানে নীতি তৈরীর সময়ে এবং সাধারণভাবে সমান সুযোগের উন্নয়নের জন্যে স্কটিশ স্বার্থের পূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

স্কটল্যাণ্ড এক্ট-এর মধ্যে সমান সুযোগের একটা সাধারন সংজ্ঞা দেয়া আছে এবং এর মূল বিষয়বস্তু তৃতীয় অধ্যায়ে (6-এর পৃষ্ঠায়) ওয়েণ্ডি আলেকজাণ্ডারের বিবৃতিতে দেয়া রয়েছে।

সমান সুযোগের প্রতি স্কটিশ পার্লামেন্টের অংগীকার

1997 সালের শেষদিকে স্কটল্যান্ড বিষয়ক মন্ত্রী পার্লামেন্টের পরিচালনা ও তার পদ্ধতির নিয়মাবলীর প্রস্তাবমালা তৈরীতে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটা কনসাল্টেটিব স্টীয়ারিং গ্রুপ (CSG) গঠন করেন। ঐ সিএসজি-র সদস্যদের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের চারটি প্রধান রাজনৈতিক দলের এবং অনেক নাগরিক গোষ্ঠির প্রতিনিধিরা ছিলেন। সিএসজি-র প্রস্তাবমালার ভিত্তি ছিলো একটা 21 শতকের গনতন্ত্রের জন্যে চারটি “মূল” নীতির ওপর। সেগুলো পার্লামেন্ট অনুমোদন করে এবং সেগুলো হচেছঃ

- স্কটিশ পার্লামেন্টকে, স্কটল্যাণ্ডের জনগন, বিধায়ক (এমএসপি-রা) এবং স্কটিশ একজিকিউটিব-এর মধ্যেকার ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রতিফলন ও রূপায়ণ ঘটাতে হবে;
- স্কটিশ একজিকিউটিব-এর স্কটিশ পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং একজিকিউটিব-এর স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারনের কাছে জবাবদিহিতা থাকতে হবে;
- স্কটিশ পার্লামেন্টকে সবার জন্যে অবারিত, উন্মুক্ত ও সাড়া দেয়ার অবস্থায় থাকতে হবে, এবং এমন পদ্ধতি তৈরী করতে হবে যা নীতি ও আইন তৈরী, বিবেচনা ও পরীক্ষার জন্যে একটা অংশগ্রহনমূলক মনোভাব সম্ভব করবে; এবং
- স্কটিশ পার্লামেন্টকে, তার পরিচালনা ও নিয়োগের ব্যাপারে, সবার জন্যে সমান সুযোগ নীতির প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিতে হবে।

এই সমান সুযোগ নীতিমালার অংগীকারের সমর্থনে স্কটিশ পার্লামেন্ট তার আটটি বাধ্যতামূলক স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মধ্যে একটি হিসাবে ইকোয়াল অপরচুনিটিজ কমিটি গঠন করেছ। এছাড়া পার্লামেন্টের পদ্ধতির নিয়মাবলীর আওতায় স্কটিশ একজিকিউটিব-এর পেশ করা সমস্ত বিলের মধ্যে যেসব আইন তৈরীর প্রস্তাব থাকবে তার সাথে সমান সুযোগ নীতির ওপর সেগুলোর প্রভাব সম্বন্ধে একটা বিবৃতি থাকতে হবে। এভাবে পার্লামেন্ট ও তার সমান সুযোগ নীতিমালার কমিটিকে সমান সুযোগ নীতিমালার বাস্তবায়নের ওপর নজরদারির কাজে এবং স্কটিশ পার্লামেন্ট ও একজিকিউটিব-এর সব কাজকর্মের অংশ হিসাবে সমান সুযোগ নীতিমালাকে কার্যকরীভাবে “মেইনস্ট্রীমিং” (mainstreaming) অর্থাৎ “মূল কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা”-র ব্যাপারে অংগীকারকে জোরদার করার কাজে সহায়তা দেয়া হবে। সমান সুযোগ নীতিমালাকে “মেইনস্ট্রীমিং” করার অর্থ হচেছ নীতিমালা তৈরী, পরিসেবা তৈরী এবং কাঠামোগুলো যাচাইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমান সুযোগের বিষয়ে উদ্বেগ বা বিবেচনা এর ভেতরেই থাকবে। সমান সুযোগ নীতিমালাকে মেইনস্ট্রীমিং করতে কি বোঝায় তার আরো পুরোপুরি বর্ণনার জন্যে এ্যানেক্স বা পরিশিষ্ট দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায় **সমান সুযোগ নীতি সম্পর্কে স্কটিশ একজিকিউটিবের বিবৃতি**

1লা ডিসেম্বর 1999 তারিখে ওয়েণ্ডি আলেকাজাণ্ডার, কমিউনিউটি বিষয়ক মন্ত্রী, যার দায়িত্বের মধ্যে সমান সুযোগ বিষয়ও রয়েছে, তিনি সংসদে ম্যালকম চিজহোলম, এমএসপি-র এক প্রশ্নের উত্তরে স্কটিশ পার্লামেন্টের কাছে প্রথম সমান সুযোগ সংক্রান্ত নীতিমালার বিবৃতি প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতির বিষয়বস্তু নীচে দেয়া হলো।

ভূমিকা

"মেকিং ইট ওয়ার্ক টুগেদার: এ প্রোগ্রাম ফর গভর্নমেন্ট" (Making it work together: A Programme for government) এই দলিলের মধ্যে যেভাবে পুনরায় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, স্কটিশ একজিকিউটিব সেভাবে সবার জন্যে সমান সুযোগের নীতি পালনে অগীকারবদ্ধ। ঐ অংগীকারের সমর্থনে আমরা স্কটিশ একজিকিউটিবের মধ্যে এবং আরো বিস্তৃতভাবে এটা নিশ্চিত করার জন্যে নতুন এক কৌশলের মনোভাব নিচিছ যাতে আমাদের নীতি তৈরীর বেলায় সমান সুযোগের বিষয়টা প্রধান হয়ে থাকে। এই বিবৃতিতে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো পথ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা রয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে অংশীদারিত্বের মনোভাব এক সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরী ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়। আমরা পার্লামেন্ট ও তাদের সমান সুযোগ নীতি কমিটি, সংবিধিবদ্ধ সমান সুযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো, স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্যদের সংগে কাজ করার আশা করছি। এভাবে সমান সুযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা নতুন স্কটল্যাণ্ডের ভিত্তির একটা অত্যাবশ্যকীয় অংশ হতে পারবে।

স্কটিশ একজিকিউটিব সমান সুযোগের অংগীকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নীতিমালা, আরো বিস্তৃত কৌশল ও উপায়গুলো যারমধ্যে কাজের অগ্রাধিকারের সময়সূচী থাকবে, সেগুলো সম্পর্কে একটা সক্রিয় বিতর্কে জড়িত হতে আগ্রহী। এরমধ্যে ইকোয়ালিটি ইউনিট, একজিকিউটিবের মধ্যেকার বিভিন্ন দফতর এবং বাইরের লোকজন জড়িত থাকবেন। আমরা সমান সুযোগ সম্পর্কে আগ্রহী সবাইকে এই বিবৃতি সম্বন্ধে তাদের সাড়া বা মন্তব্য 4ঠা এপ্রিল 2000 তারিখের মধ্যে পাঠানোর জন্যে উৎসাহ দেবো। উন্মুক্ত সরকার সম্বন্ধে আচরন বিধিমালার অধীনে, যেকোন মন্তব্য জনসাধারনের কাছে অনুরোধসাপেক্ষে দেয়া হবে, যদি না মন্তব্যকারীরা ইংগিত দেন যে তাদের ইচছা মন্তব্যটা গোপন রাখা হোক। ইকোয়ালিটি ইউনিট, একজিকিউটিবের সব পর্যায়ে এবং বাইরের লোকজনের সংগে আগামী বছরের গোড়ার দিকে বিস্তৃত আলোচনার একটা কর্মসূচীও নেবে।

সমান সুযোগের প্রতি অংগীকার

সবার জন্যে সমান সুযোগ পালন করা একটা ন্যায্য ও সর্বজনীন স্কটল্যাণ্ড গড়ে তোলার লক্ষ্যে একজিকিউটিবের অংগীকারের এক মৌলিক অংশ। আমরা যারা একজিকিউটিবের মধ্যে আছি, তারা সেজন্যে আমাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে সমান সুযোগের বিবেচনাকে রাখার ব্যাপারে সংসদের সাথে যোগ দিতে পেরে আনন্দিত। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন স্কটল্যাণ্ডের জন্যে সমান সুযোগের বিবেচনা আর মানসম্পন্ন নীতি ও কর্মসূচী দেয়ার মধ্যে একটা স্থায়ী ও দৃঢ় যোগসূত্র গড়ে তোলা।

সমান সুযোগ সম্পর্কে আইন তৈরীর ক্ষমতা ওয়েস্টমিন্সটার পার্লামেন্টের হাতে সংরক্ষিত এবং বর্তমানে বর্ণ, লিংগ ও প্রতিবন্ধীতার ক্ষেত্রে যে তিনটি বৈষম্য-বিরোধী আইন-ব্যবস্থা রয়েছে তার চেয়ে ব্যাপক। আমরা স্কটিশ একজিকিউটিব পুনরায় স্বীকার করছি যে আমরা বর্ণ, লিংগ ও প্রতিবন্ধীতার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিয়ে যে আগে কাজ করেছি তার ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাবো। সমান সুযোগ নীতি তৈরীতে এক বিস্তৃত মনোভাব নেয়ার সময়ে আমরা আমাদের সমস্ত লোকজনের উদ্বেগকে বিবেচনায় রাখবো, এবং সেইসাথে আরো সাধারণভাবে একজিকিউটিব স্কটিল্যাণ্ড আইনের সমান সুযোগ নীতির এই সংজ্ঞানুযায়ী পরিচালিত হবেঃ

> *"লিংগ বা বৈবাহিক পরিস্থিতির কারনে, বর্ণের কারনে, অথবা প্রতিবন্ধীতা, বয়েস, যৌনাভ্যাস, ভাষা কিম্বা সামাজিক উৎস, কিম্বা অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যারমধ্যে বিশ্বাস বা মতামত, যেমন ধর্মীয় বিশ্বাস বা রাজনৈতিক মতামতের কারনে লোকজনের মধ্যে বৈষম্য নিবারন, নির্মূল বা নিয়ন্ত্রন।"*

প্রধান নীতিমালা

স্কটিশ একজিকিউটিব নিম্নলিখিত নীতিমালা ও অংগীকারের ভিত্তিতে এগিয়ে যাচ্ছেঃ

- সবার জন্যে সমান সুযোগের নীতি পালনের প্রতি এক দৃঢ় অংগীকার;
- একজিকিউটিবের সর্বস্তরে, সরকারী সংস্থাগুলোতে এবং আরো বিস্তৃতভাবে পার্লামেন্ট ও তার ইকোয়াল অপরচুনিটিজ কমিটি-র সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে সমান সুযোগের বিবেচনাকে রাখা;
- আমাদের সমান সুযোগ নীতিমালা তৈরীতে যারা আগ্রহী তাদেরকে বিস্তৃতভাবে এই বিবৃতির ব্যাপারে শলাপরামর্শের মাধ্যমে জড়িত করা এবং সেইসাথে অন্যান্য বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সমান সুযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা, যেমন সিওএসএলএ, ট্রেড ইউনিয়ন, সমান সুযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্যদের সংগে অব্যাহত আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকেও জড়িত করা;
- নিয়াগকর্ত হিসাবে সমান সুযোগ নীতিমালার শ্রেষ্ঠ আচরনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে থাকা; এবং
- পার্লামেন্টের কাছে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দেয়া এবং সাধারণভাবে সমান সুযোগ কৌশল তৈরী এবং এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে এপ্রিল 2000 থেকে রিপোর্ট দিতে শুরু করা।

মুল উপাদানগুলো

আমরা সমান সুযোগ কৌশল তৈরী ও দেয়ার ব্যাপারে আমাদের কাজে একটা পর্যায়ক্রমিক ও সহজ পথ নেয়ার মনোভাব নেবো। একটা সার্বিক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আমরা স্কটিশ একজিকিউটিবের সারা কাজকর্মে এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও আরো ব্যাপকভাবে সমান সুযোগকে মূল কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের একটা কৌশল তৈরীর জন্যে কাজ শুরু করবো। সেইসাথে সমান সুযোগ নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা কৌশল তৈরীর কাজও করা হবে, যারমধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধি (ভেতরে ও বাইরে) যেমন, সরকারী চাকরীর নিয়োগের বেলায় সমান সুযোগ নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সংবিধিবদ্ধ সমান সুযোগ-সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো, যেমন সিওএসএলএ এবং অন্যান্যদের সংগে আলোচনায় আমরা সমান সুযোগ নীতির বাস্তব মাধ্যম তৈরী, আইন প্রস্তাবের প্রভাব যাচাই, নীতি ও পরিসেবার বিষয়গুলো দেখবো এবং সেইসাথে সু-আচরনের অংশীদারিত্ব ও বিস্তার করার উপায়গুলোও দেখবো।

ভেতরের ও বাইরের সমান সুযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাজের ভিত্তিতে এগিয়ে গিয়ে, শলাপরামর্শ পদ্ধতি ও যোগাযোগ কৌশলগুলো আমাদের কাজের মূল বিষয় হবে এবং সেইসাথে গবেষনা ও পরিসংখ্যান উন্নয়নসহ আমাদের প্রাথমিক ক্ষেত্রের ও বর্তমান তথ্যের উন্নয়নও একটা অংগীকার হবে। একইভাবে স্কটিশ পটভূমির উপযোগী দক্ষতার ব্যবস্থাপনার কাঠামো তৈরীও এই কর্মসূচীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।

অংশীদারিত্ব

আমাদের মনোভাব সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার ঐতিহ্যে বদ্ধমূল, এবং ঐসমস্ত ভেদাভেদ ও মনোভাবেকে দৃঢ়ভাবে নাকচ করবে, যেগুলো মানুষকে বিচিছন্ন কিম্বা বহির্ভূত করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত অবদানের মর্যাদা দেয়া আমাদের অংগীকারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আরো বৃহত্তর সমান সুযোগ নীতির বাস্তবায়ন আমাদের সবার জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ। সেজন্যেই আমাদের লক্ষ্য হবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা এবং নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টের কাছে রিপোর্ট দেয়া এবং আরো সাধারনভাবে সমান সুযোগ নীতি কৌশলের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নসহ সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ও উদ্যোগ সম্বন্ধেও রিপোর্ট দেয়া।

চতুর্থ অধ্যায়　　　　　শলাপরামর্শের বিষয়গুলো

স্কটিশ একজিকিউটিব সমান সুযোগ সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডের জন্যে প্রথম সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীর বিষয়ে একটা বিস্তৃত বিতর্কে উৎসাহ দিতে আগ্রহী। সেজন্যে ঐ কৌশল তৈরীতে পরামর্শদাতাদের যেকোন বিষয়ে উদ্বেগ সম্বন্ধে আমরা তাদের মন্তব্য চাইবো। ঐ কৌশল তৈরীতে আরো বিশেষ সহায়তা হবে যদি পরামর্শদাতারা নিম্নলিখিত কতগুলো বিষয়ে তাদের জবাব দেন। এসব বিষয়ে, যেক্ষেত্রে সম্ভব, পরামর্শদাতাদেরকে তাদের মতামত যতোটা সম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে জানানোর জন্যে বলা হয়েছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন যেসব এলাকায় হয়েছে, সেসব জায়গার বর্তমান আইন কাঠামো বা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাদের মতামত আরো জানাটাও বিশেষভাবে কাজের হবে, যেগুলোর অধীনে সমান সুযোগ নীতির বাস্তবায়ন হয়েছে কিম্বা ব্যাঘাত ঘটেছে বলে তারা বিবেচনা করেন।

বিষয় 1　　　সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীর উপায়গুলো

সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীতে স্কটিশ একজিকিউটিব নিম্নলিখিত বিষয়ে অংগীকারবদ্ধঃ

- একটা কৌশলগত উপায় অবলম্বন করা;
- যাদের আগ্রহ আছে তাদের সবার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা;
- নিশ্চিত করা যে স্কটিশ একজিকিউটিবের কাজের সর্বস্তরে নীতি তৈরীর কেন্দ্রবিন্দুতে সমান সুযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা রয়েছে;
- নিয়োগকর্তা হিসাবে সমান সুযোগ নীতির শ্রেষ্ঠ আচরনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হওয়া এবং সিভিল সার্ভিসের উর্ধতন পর্যায়ে মহিলা, জাতিগত সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী লোকজনের কম প্রতিনিধিত্বের বিষয়টার মোকাবেলা করা;
- সরকারী চাকরীতে সমাজের সর্বস্তরের আরো ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব; এবং
- পার্লামেন্টের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট দেয়া এবং সাধারণভাবে এপ্রিল 2000 থেকে সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরী ও এর অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কেও রিপোর্ট দেয়া।

বিষয় 1 সম্পর্কে প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন 1. স্কটিশ পটভূমিতে এসব অংগীকার সবচেয়ে ভালো কিভাবে পূরণ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

প্রশ্ন 2. স্কটিশ একজিকিউটিবের সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীতে অবদান রাখতে জড়িত থাকা উচিৎ এমন কাদেরকে আপনি প্রধান অংশীদার বলে বিবেচনা করেন?

প্রশ্ন 3. একটা কার্যকরী অংশীদারিত্ব কিভাবে হয় এবং সমান সুযোগ নীতির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করাটাকে কিভাবে একজিকিউটিবের তৈরী করা উচিৎ হবে?

প্রশ্ন 4. সরকারী চাকরীতে আরো ব্যাপকভাবে সর্বস্তরের লোকজনকে নিয়োগ দেয়া, বিশেষ করে এসব গোষ্ঠির, যেমন মহিলা, জাতিগত সংখ্যালঘু আর প্রতিবন্ধী লোকজনের কম প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে মোকাবেলা করার ব্যাপারে আপনার চিন্তাধারা কি?

নতুন বছরে সরকারী চাকরীতে নিয়োগপদ্ধতির বিষয়ে আরো সুনির্দিষ্ট শলাপরামর্শ করা হবে, কাজেই এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময়ে পরামর্শদাতারা যদি আরো বেশীমাত্রায় সমান সুযোগ নীতির বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা এবং অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বাধাগুলো সম্বন্ধে তাদের মতামতের ব্যাপারে জোর দিতে পারেন তাহলে আমাদের সুবিধা হবে।

বিষয় 2 মূল উপাদানগুলো

সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীতে পর্যায়ক্রমিক উপায় ও সহজ পথ নেয়ার অংশ হিসাবে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্যায়ের মূল উপাদান হবেঃ

- সরকার সংস্থাগুলোর সংগে এবং আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে, স্কটিশ একজিকিউটিবের সারা কাজকর্মে সমান সুযোগকে মুল কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত (mainstreaming) করার জন্যে একটা প্রশিক্ষন ও উন্নয়ন কৌশল। সমান সুযোগের মেইন্স্ট্রিমিং-এর অর্থ বলতে কি বোঝায় তার বর্ণনা এ্যানেক্সে বা পরিশিষ্টে দেখুন।

- সমান সুযোগ নীতির উন্নয়নের কৌশলে সচেতনতা বৃদ্ধিও অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এরমধ্যে দুটো দিক থাকবেঃ

  – স্কটিশ একজিকিউটিবের অভ্যন্তরে; এবং

  – বাইরে সরকারী সংস্থাগুলোর সংগে এবং আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

- প্রাথমিক ক্ষেত্রের এবং বর্তমান তথ্যপ্রবাহ-সহ পরিসংখ্যান, উপাত্ত ও গবেষনার উন্নতি নিশ্চিত করার জন্যে কাজ করা;

- ইকোয়াল অপরচুনিটিজ কমিশন, কমিশন ফর রেশিয়াল ইকোয়ালিটি এবং আসন্ন ডিজেবিলিটি রাইটস কমিশন, সিওএসএলএ এবং অন্যান্যদের সংগে কাজ করা যাতে বাস্তব কতগুলো মাধ্যম তৈরীর উপায় নিয়ে আলোচনা করা যায় যেগুলোর সাহায্যে কার্যকরী সমান সুযোগ নীতি, আইন প্রস্তাবমালার প্রভাব যাচাই, নীতি ও পরিসেবা সম্ভব হয়। এছাড়া স্কটিশ একজিকিউটিবকে অবশ্যই তার দক্ষতা পরিমাপও করতে সক্ষম হতে হবে এবং সেজন্যে উপযোগী কাঠামোও তৈরী করতে হবে, এবং

- সু-আচরনের বিস্তার ও অংশীদারিত্বের উপায়গুলো।

বিষয় 2-এর প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন 4. একজিকিউটিব সবচেয়ে ভালো কিভাবে এই মূল উপাদানগুলো তৈরী করবে বলে আপনি মনে করেন?

অনুগ্রহ করে প্রত্যেকটা উপাদানের বিষয়ে আপনি যদি পারেন মন্তব্য করুন এবং এসব ক্ষেত্র তৈরীতে যদি আপনি কোন অবদান রাখতে পারেন তাহলে ইংগিত দিন।

প্রশ্ন 5. স্কটিশ একজিকিউটিব সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠিগুলোর চাহিদা সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে বুঝতে কিভাবে সহায়তা করতে পারে?

প্রশ্ন 6. স্কটল্যাণ্ডে সমান সুযোগগুলো সম্বন্ধে কি আপনার কাছে যথেষ্ট উপাত্ত ও তথ্য রয়েছে?

প্রশ্ন 7. সমান সুযোগ সম্বন্ধে উপাত্ত ও তথ্যের কিভাবে উন্নতি করা যেতে পারে?

প্রশ্ন 8. স্কটিশ একজিকিউটিব কিভাবে সমান সুযোগ সম্বন্ধে আরো ভালো করে বুঝতে সহায়তা দিতে পারে?

স্কটিশ একজিকিউটিব সুআচরন অম্বন্ধে সচেতনতায় সহায়তা দেয়া এবং স্বীকৃতি দেয়ার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন। এতে করে পরিসেবাগুলোর সার্বিক মানের উন্নতি হতে পারে এবং সেইসাথে স্কটিশ পরিস্থিতির উপযোগী নীতিমালা তৈরীর ক্ষেত্রেও উন্নতি হতে পারে। সেজন্যে একজিকিউটিব সমান সুযোগের ক্ষেত্রে সুআচরন বলতে কি বোঝায় সেবিষয়ে পরামর্শদাতাদের মতামত এবং সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীতে কাজে লাগবে বলে আপনি মনে করেন, এমন অসাধারন উদাহরনগুলো সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এগুলো সমান সুযোগের সবক্ষেত্রে হতে পারে অথবা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেও হতে পারে যেমন স্বাস্থ্য, সমাজসেবা কিম্বা গৃহসংস্থান। এটা কোন সংস্থার সুআচরন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কিম্বা আপনার সংস্থা আরো বৃহত্তর সমান সুযোগ বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে কার্যকরী, তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে তা জানতে পারলে খুশী হবো। কোন ব্যাখ্যমূলক প্রচারপত্র, নীতিসংক্রান্ত দলিল, আচরনবিধি বা নির্দেশমালা, যেগুলো সহায়তা করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সেরকম উদাহরনমূলক জিনিষপত্র পেলে একজিকিউটিব খুশী হবে।

প্রশ্ন 9. সমান সুযোগের ক্ষেত্রে সুআচরন বলে আপনি কি মনে করেন এবং আপনি কি একজিকিউটিবকে সুআচরনের উদাহরন দিতে পারেন?

বিষয় 3 সমান সুযোগ নীতিমালার উন্নয়নের পদ্ধতিগুলো

সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীর কর্মসূচীর সহায়তায় স্কটিশ একজিকিউটিব নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তৈরীর ব্যাপারে দেখবেঃ

- অভ্যন্তরীন ও বাইরের সমান সুযোগ-সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো
- শলাপরামর্শ পদ্ধতিগুলো; এবং
- যোগাযোগ কৌশল

স্কটিশ একজিকিউটিব ইতিমধ্যেই মহিলাদের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আগ্রহী স্কটিশ সংস্থাগুলোর একটা ডেটাবেজ রেখেছে। আরো কতগুলো সংস্থা যেমন স্কটিশ কাউন্সিল ফর ভলান্টারি অর্গনাইজেশনস্ (SCVO) এবং ডিজেবিলিটি স্কটল্যাণ্ড-ও তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে আগ্রহী সংস্থা ও গোষ্ঠিগুলোর সম্পর্কে তথ্য রাখে। বর্তমান নেটওয়ার্ক অর্থাৎ সংস্থাগুলোর উন্নয়ন ও বৃদ্ধি এবং সমান সুযোগের জন্যে একটা অভিন্ন যোগাযোগ কৌশলকে এগিয়ে নিতে গিয়ে স্কটিশ একজিকিউটিব ঐধরনের নেটওয়ার্কে অংশদারীত্ব অথবা খোদ স্কটিশ একজিউকিটিবের মধ্যেই সেগুলো গড়ে তোলার বিষয়ে আপনার মতামতকে স্বাগত জানাবে।

প্রশ্ন 10. আপনার এলাকায় অথবা স্কটল্যাণ্ডের কোন অংশের বর্তমান নেটওয়ার্কগুলো সমান সুযোগ নীতি কৌশল তৈরীর জন্যে সংশ্লিষ্ট হতে পারে এবং কাকে যোগাযোগ করা যেতে পারে?

প্রশ্ন 11. বর্তমান সমান সুযোগ নেটওয়ার্কগুলো কি আপনার চাহিদা পূরন করে থাকে? আপনার জবাব যদি “হ্যাঁ” হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে কি আপনি তার কারন ব্যাখ্যা করতে পারেন? যদি আপনার জবাব “না” হয়, তাহলে কোন নেটওয়ার্কগুলো আপনার এলাকার জন্যে অথবা স্কটল্যাণ্ডের কিছু অংশের জন্যে সবচেয়ে বেশী উপযোগী সেটা কি চিহ্নিত করতে পারেন?

প্রশ্ন 12. আপনার অথবা আপনার সংস্থার কার্যকরী শলাপরামর্শ সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা আছে এবং একজিকিউটিব কিভাবে সমান সুযোগ সম্বন্ধে তাদের শলাপরামর্শের উপায় ও পদ্ধতিগুলো উন্নত করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

প্রশ্ন 13. সমান সুযোগ সম্বন্ধে কার্যকরী যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্যে একজিকিউটিবকে কি কি বিবেচনা করা উচিৎ?

বিষয় 4　　　　কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলো

মূল কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা ও উন্নয়নের বর্তমান কাজ ছাড়াও, একজিকিউটিব সমান সুযোগের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশয়বস্তুভিত্তিক কাজ অথবা সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বিবেচনার ইচ্ছা করতে পারে।

প্রশ্ন 14.　　ঐ ধরনের প্রকল্প কিম্বা বিষয়বস্তুভিত্তিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু কি হওয়া উচিৎ?

উপসংহার

একটা কার্যকরী সমান সুযোগ নীতি কৌশলের রূপ দেয়ার এবং সেটা করতে গিয়ে স্কটল্যাণ্ডকে আরো সর্বজনীন হিসাবে গড়ে তোলার আমাদের একটা সত্যিকার সুযোগ রয়েছে। এমন এক স্কটল্যাণ্ড যেখানে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যকে উদযাপন করা যেতে পারে।

ইকোয়ালিটি ইউনিটের কাছে বিকল্প কাঠামো ও কমিউনিটি ভাষার সংস্করন নীচের ঠিকানায় পাওয়া যাবে। ইংরেজী আর কমিউনিটি ভাষাগুলোর সংস্করন এই ওয়েবসাইটে রাখা হবে ঃ www.scotland.gov.uk

মন্তব্যগুলো

মন্তব্যগুলো পাঠানোর শেষ তারিখ **4 April 2000**.

এই শলাপরামর্শের দলিলের ব্যাপারে মন্তব্য এই ঠিকানায় পোস্টেও পাঠানো যেতে পারেঃ

The Equality Unit
Room 045
St Andrew’s House
Edinburgh
EH1 3DG

মন্তব্যগুলো ই-মেইলে-ও পাঠানো যেতে পারে এই ঠিকানায়ঃ
EqualityConsultation@scotland.gov.uk

উন্মুক্ত সরকার-সংক্রান্ত বিধির অধীনে, যে কোন মন্তব্য অনুরোধ-সাপেক্ষে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা যেতে পারে, যদি না মন্তব্যকারীরা ইংগিত দেন যে তার তাদের মন্তব্য গোপনীয় রাখতে ইচ্ছুক।

পরিশিষ্ট (ANNEX)

নিম্নলিখিত বিষয়ের সারসংক্ষেপঃ

মেইনস্টীমের বিষয়ে পশ্নাবলীঃ নীতি ও আইন প্রস্তাবগুলো সমান সুযোগের কাঠামোর আওতায় পরীক্ষা

মেইনস্ট্রীমিং কাকে বলে?

- সমান সুযোগকে "মেইনস্ট্রীমিং" করা হচ্ছে প্রধানতঃ সমান সুযোগের নীতিমালা, কৌশল ও আচরনগুলোকে গোড়া থেকেই সরকারের এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার "দৈনন্দিন" কাজকর্মে অন্তর্ভুক্ত করা; যারমধ্যে সমান সুযোগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ছাড়াও "দৈনন্দিন" নীতিমালা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জড়িত থাকেন। অন্যকথায়, এর মধ্যে লিংগ, বর্ণ, প্রতিবন্ধীতা এবং অন্যান্য বৈষম্যের ও অসুবিধার দিকগুলো, যারমধ্যে যৌনাভাস ও ধর্ম অন্তর্ভূক্ত, এগুলোর ব্যাপারে মূল কর্মকাণ্ডে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তাভাবনার বিষয় জড়িত।

- এটা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাগুলোর প্রেক্ষিতে নীতি তৈরীন, এবং সেই অনুযায়ী সংস্থার কর্মসংস্কৃতি ও কাঠামোর পরিবর্তনের এক দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। এর মধ্য দিয়ে মানুষ, ও তাদের বহুধরনের চাহিদা ও অভিজ্ঞতাকে, নীতি তৈরীর কেন্দ্রে রাখা হয়।

- এটা আরো ভালো জেনেশুনে নীতি-তৈরীর মাধ্যমে আরো উন্নত সরকার ব্যবস্থা এবং নীতি তৈরীর প্রক্রিয়ায় আরো বৃহত্তর স্বচছতা ও উন্মুক্ততা থাকে এবং এতে করে কার্যকরী লাপরামর্শের পদ্ধতির মাধ্যমে নীতি তৈরীর প্রক্রিয়ায় আরো বিস্তৃতভাবে অংশগ্রহনে উৎসাহ দিয়ে গনতান্ত্রিক ঘাটতির মোকাবেলায় সহায়তা হয়।

- এটা এক প্রক্রিয়া হিসাবে সমাজের ঐসব কাঠামোর মোকাবেলা করে, যেগুলো বৈষম্য বা অসুবিধার কারন ঘটায় কিম্বা সেগুলোকে বজায় রাখে।

- মেইনস্ট্রীমিং উপায়ের ব্যবহার ঐসব নীতি ও কর্মসূচীর গ্রহন এড়াতে পারে যেগুলো বৈষম্যকে বাড়ায় এবং বর্তমান অসাম্যকে আরো খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

- মেইস্ট্রীমিং ইতিবাচক আইনগত পদক্ষেপের অতিরিক্ত, যেগুলো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও আচরনগুলোর বর্তমান ও অতীতের প্রভাবগুলোর মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে।

এটা গভর্নেন্স অব স্কটল্যাণ্ড ফোরাম, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবারা-র সংগে যৌথভাবে ইকোয়াল অপরচুনিটিজ কমিশন ও কমিশন ফর রেশিয়াল ইকোয়ালিটি-র একটা প্রকাশনা।

আরো তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুনঃ

Equal Opportunities Commission
St Stephen's House
279 Bath Street
GLASGOW
G2

Tel: 0141 248 5833
Fax: 0141 248 5834
e-mail: scotland@eoc.org.uk
Website: www.eoc.org.uk

Commission for Racial Equality
45 Hanover Street
EDINBURGH
EH2 2PJ

Tel: 0131 226 5186
Fax: 0131 226 5243

Website: www.cre.gov.uk